11-6-48

লীলাময়ী পিকচার্সের প্রথম অর্ঘ্য

"দেবদূত"

('লালপাঞ্জা' কাহিনী অবলম্বনে)

কাহিনী, সংলাপ ও চিত্রনাট্য
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

গীতিকার
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
দেবাংশু মুখোপাধ্যায়

সুরশিল্পী :—বিনয় গোস্বামী
সহকারী :—ভূপেন চট্টোপাধ্যায়

প্রধান শব্দযন্ত্রী—নৃপেন পাল এম্.এস্.সি,
শব্দানুলেখক—সুস্থির দত্ত
সহকারী—অমল বোস
শিল্প নির্দ্দেশক—শুভো মুখোপাধ্যায়
সহকারী—অনিল পাইন
সম্পাদক—নানা বোস
সহকারী—দেবী

আলোকচিত্রশিল্পী—অশোক সেন
সহকারী—মলয় রায়
রসায়নাগারিক—ধীরেন দে (কে.বি)
সহকারী—চণ্ডী শীল,
সুধীর ঘোষাল, লাল মোহন
স্থির চিত্রশিল্পী—গুণেন সেন
রূপসজ্জাকর—গোষ্ঠ দাস

সহকারী পরিচালক—
রমাপ্রসাদ
সুনীল সেন
সুব্রত রায়

প্রধান কর্ম্মসচিব—
ভূপেন্দ্র কিশোর আচার্য চৌধুরী
সহকারী—অচিন্ত্য কুমার

প্রযোজনা—
চিত্র সার্ভিস লিঃ

পরিচালনা—অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রেষ্ঠাংশে

অমিতা বসু, অভি ভট্টাচার্য্য, ভাস্কর দেব (এঃ) তুলসী চক্রবর্ত্তী, অজন্তা কর, প্রণব বাগচী, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্কর, রমাপ্রসাদ, সন্তোষ, নীরোদ, বিমল, অচিন্ত্য, সুমিত্রা, রেণুকা, চৈতন্য বাগচী প্রভৃতি।

রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে গৃহীত

একমাত্র পরিবেশক—অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিঃ।

দেবদূত

দেবদূত—দেবদূত—দেবদূত !

সমস্ত সহরকে চঞ্চল করে তুলেছে চার অক্ষরের ঐ একটী মাত্র নাম। কে সে কেউ তা জানে না, কেউ তাকে চোখেও দেখেনি, অথচ তার প্রতিটি কার্য্য কলাপের সঙ্গে সবাই অতিপরিচিত।

কে কার ওপর অত্যাচার করলো, কে কাকে ঠকিয়ে বড়লোক হয়ে গেল, আর কে কাকে খুন করে নিশ্চিন্তে সমাজের মাথা সেজে বসে থাকল,-তাতে আজকের পৃথিবীতে কার কী আসে যায় ? কিন্তু তবুও আজ এই বিংশ শতাব্দীর মাঝা-মাঝি এত বড় সহরটার বুকে এমন একজন লোকের আবির্ভাব হয়েছে যে এসব নিয়ে মাথা ঘামায়, এবং এই মাথা ঘামানোটা অন্যায় না হলেও আইনতঃ অপরাধ বলে নিজেকে আত্মগোপন করে আমাদেরই মাঝে **চলাফেরা** করে। —সে দেবদূত।

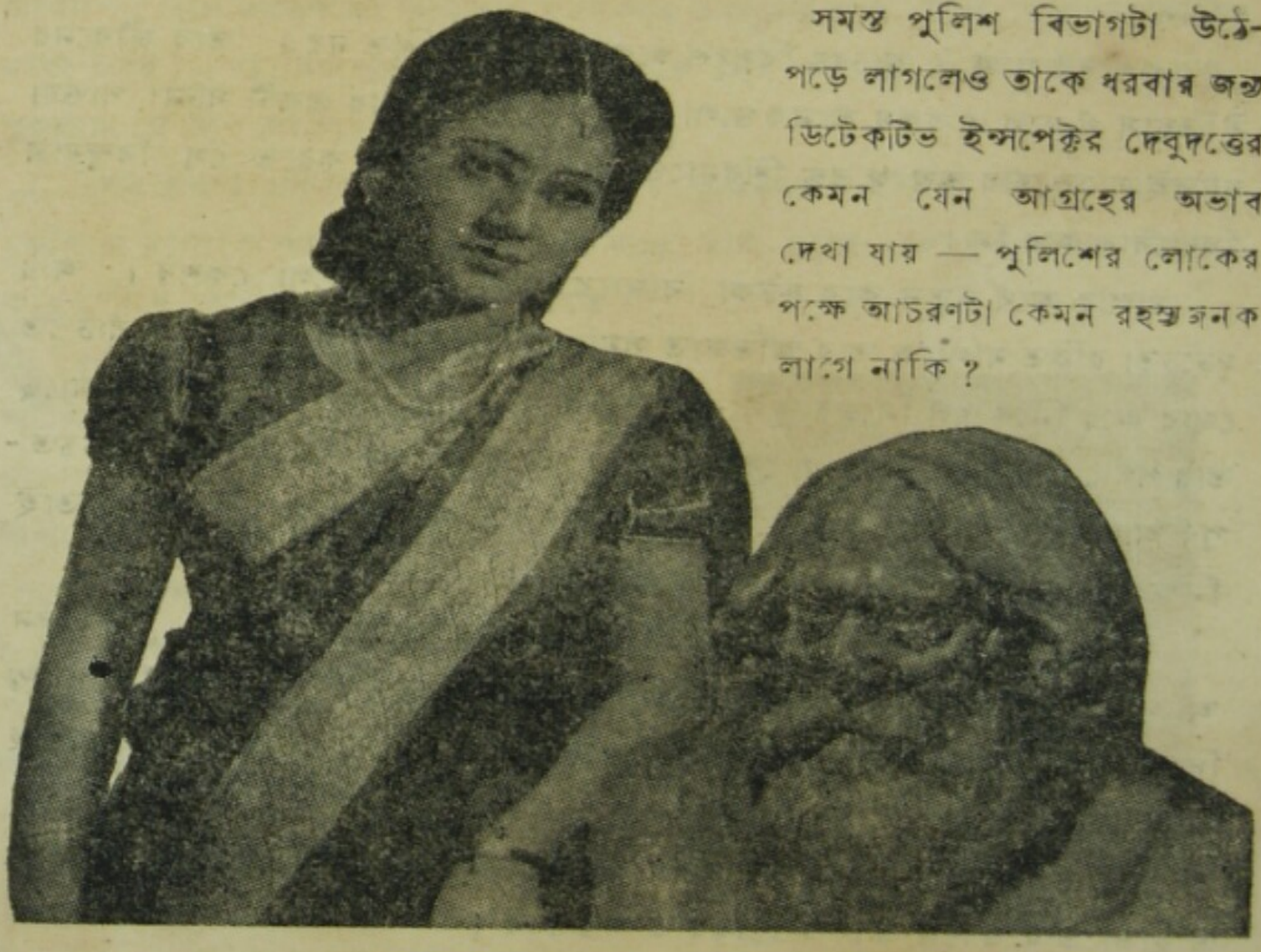

সমস্ত পুলিশ বিভাগটা উঠে-পড়ে লাগলেও তাকে ধরবার জন্য ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর দেবুদত্তের কেমন যেন আগ্রহের অভাব দেখা যায় — পুলিশের লোকের পক্ষে আচরণটা কেমন রহস্যজনক লাগে নাকি ?

সহরের অন্যতম বিখ্যাত ধনী আশুকে যেদিন তার অন্তরঙ্গ বন্ধু কেশব নিঃশব্দে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিল, সেদিন সেই হত্যাকাণ্ডের কিন্তু একজন সাক্ষী ছিল—সে দেবদূত। এ হত্যার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট—শেয়ার মার্কেটের জুয়া খেলায় সর্বস্বান্ত হয়ে কেশব যখন জানতে পারল, আশু উইলে তাকেই তার সম্পত্তির ট্রাষ্টি নিযুক্ত করেছে, আর তার অপরিণতবয়স্কা কন্যা মালার অভিভাবকত্ব দিয়েছে নিজের সেক্রেটারী রঞ্জিতকে তখন তার নিজের প্রয়োজনে আশুকে সরিয়ে দিতে এতটুকু দেরী হয় নি।

কেশবের পক্ষে এ আচরণ বিসদৃশ হলেও অপ্রত্যাশিত নয়। তার জীবনের ইতিহাস খুঁজলে এ রকম অনেকগুলো না হোক অন্ততঃ আর একটী ঘটনা পাওয়া যাবেই যাতে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু শিবনাথের সর্বস্ব অপহরণ করতে সে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে নি।

মালার অর্থে নতুন করে ফটকা বাজারে খেলা সুরু করলো কেশব। আর দৃঢ়চেতা রঞ্জিত মালাকে তার অভিজাত সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতার হাত থেকে বাঁচাতে জোর করে নিয়ে এল নিজের কুটীরে। —যেখানে দ্বিতীয় প্রাণী বলতে আছে তার পথ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া বোন অনু। তাদেরই এক কর্ম্মচারীর এই উদ্ধতাপূর্ণ আচরণে মালা বিদ্রোহ করতে চেয়েছিল; কিন্তু আইন তার বিপক্ষে। তাই নিষ্ফল আক্রোশ দেখানো ছাড়া আর গতি কি!

কেশবের পুত্র সুবোধ মালার অভিজাত জীবনের বন্ধুদের একজন। কিছুদিন আগে একটা মেয়েকে সে ভালবাসতো। তাকে বিয়ে করবার প্রতিশ্রুতি পর্য্যন্ত দিয়েছিল। কিন্তু তার বাবার তিরস্কারে মেয়েটী সেই যে কোথায় চলে গেছে আজও তার সন্ধান মেলেনি।

অন্যান্য বন্ধুদের মধ্যে ব্যারিষ্টার ত্রিদিব তার সত্যিকারের হিতাকাঙ্খী। এ ছাড়া তার গুণমুগ্ধ এবং রূপমুগ্ধের ত অন্ত নেই!

আশুর হত্যাকাণ্ডের আগে থেকেই ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর দেবুদত্তকে দেখা যাচ্ছে এদের সবাইকার আশে পাশে। দুর্জ্ঞেয় তার আচরণ! আশুর হত্যাসম্পর্কে কাউকে সে এখনও গ্রেপ্তার করেনি।

মালার ঐশ্বর্য্যকে ফটকা বাজারে নিঃশেষ করে কেশব যেদিন বুঝতে পারল এ বিপদ থেকে ত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় মালার সঙ্গে সুবোধের বিয়ে দেওয়া, সে দিনই সুবোধকে আদেশ দেওয়া হল মালার সঙ্গে নতুন করে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা সুরু করতে।

পিতৃআদেশে রঞ্জিতের গৃহে মালার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে আকস্মিক-ভাবে সুবোধ ফিরে পেলো তার হারানো প্রেম--তার পূর্ব্বতন নারীকে-সে রঞ্জিতের পথথেকে কুড়িয়ে পাওয়া বোন অনু।

আর মালা! রঞ্জিতের অভিভাবকত্বের মাধুর্য্যে, সহানুভূতির প্রাচুর্য্যে ধুলোয় মিশে গেল তার আভিজাত্যের অহঙ্কার, তার ঐশ্বর্য্যশালী, বিলাসব্যসনাকীর্ণ,উদ্ধত জীবন। বাহ্য আড়ম্বরের কঠোরতা ভেদকরে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল তার চিরন্তনী নারী হৃদয়। যা নিঃশেষে সে সমর্পন করে দিল দৃঢ়চেতা মহৎ, উদার এক পুরুষকে যে তার সত্যিকারের মঙ্গলাকাঙ্খী।

এমন সময়ে একদিন মালার গুণমুগ্ধদের একজন নাম তার বীরেন ডাক্তার কৌশলে মালাকে অপহরণ করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো; দেবদূত তাকে উদ্ধার করে পৌছে দিয়ে গেল রঞ্জিতের বাড়ীতে।

ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর দেবুদত্ত নাকি আশে পাশেই ছিল। * ব্যারিষ্টার ত্রিদিব ধরা পড়ল দেবদূত বলে। দেবুদত্ত অকাট্য প্রমান উপস্থিত করল দেবদূতের পোষাক ও সর্ব্বোপরি তার স্বীকারোক্তি। * * আমরা জানি ত্রিদিবের এ স্বীকারোক্তি স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব গ্রহণের জন্য—কিন্তু কেন? * * * তবে কি দেবুদত্তের এ ইচ্ছাকৃত ভুল?

তাহলে দেবদূত কে?

মালার গান

জীবনে আছে ভরা ভাল লাগা শুধু হাসি
ডাকে মোরে নিতি সুরে নূতনের কোন বাঁশী
স্বপন কত জাগে
আজানার অনুরাগে
মরমের বীণা তারে সুর ছোঁয়া দিলে আসি।
কেরে, কে মনে পরশ দিল ফাগুন আগুনকণা
চিনি কিনা চিনি তারে সে চির আপন জনা
ক্ষণিক ছলছলি
পথিক যেয়োনা চলি
কানে কানে কব গানে ভালবাসি, ভালবাসি।

দেবাংশু মুখোপাধ্যায়।

মালার গান

ও দিশারী, নিঝুম রাতে কোন পথে চলি
তুমি দাও না গো বলি।
আকাশে আধখানা চাঁদ আবছায়া আলো
বনানীর দূর কিনারায় ওই যে মিলালো
আঁধারে ছায়া যায় চলি
দিশারী কোন্ পথে চলি।
ঘরে যে বন্ধ আগল সকল দুয়ারে
নয়নে ঘুমের কাজল স্বপন বিথারে
চলেছি একলা পথে
কে ডাকে সুদূর হতে
পাপিয়ার কাতর কাকলী,
দিশারী কোন পথে চলি।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

মালা— রন্ধনশালাতে যাই, বঁধু তুয়া গুণ গাই
ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি ॥

* * * *

অনু— কেন ধুঁয়ারে করলো অপরাধী
মিছে এ ছলনা সখি
কি কথা বলনা সখি
লুকায়ে রেখেছ বুকে বাঁধি।

* * * *

মালা— সই, বলিতে বিদরে হিয়া
আমার নাগর যায় পর ঘর
আমার আঙ্গিনা দিয়া

* * * *

অনু— বুঝি নাগরে করেছ অনাদর
এবার বঁধু এলে আঁখি জল দিও ঢেলে
পেতে দিও আধ আঁচর।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

মালার গান

কে মোরে আপন রঙ্গে রাঙ্গিয়ে দিল রে
সে আমার গরব নিল
সরমে রাঙ্গিয়ে দিল রে।
ঘুমেতে মগন ছিনু শিথিল তনুমন
নয়নে আবেশ ভরা সাতরঙ্গা স্বপন
কপালে সোনার কাঠি কে ছোঁয়ালো
জ্বালিল দিনের আলো
স্বপনের মাঝখানে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিল রে ॥

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

লীলাময়ী পিকচার্সের
পরবর্ত্তী আকর্ষণ
? ? ?

শ্রীঅন্নপূর্ণা কটন মিলস্ লিঃ

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় গিরিজা প্রসন্ন চক্রবর্ত্তী

কারখানা—শ্যামনগর, (২৪ পরগণা)
অফিস—২১৪, ক্রশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বোর্ড অফ্ ডিরেক্টরস—

শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র চন্দ্র	শ্রীরঘুনাথ দত্ত
শ্রীসূর্য্য কুমার বসু	শ্রীরামচন্দ্র সুর
শ্রীসুরেশ চন্দ্র রায়	শ্রীশিবপদ মুখার্জ্জি
শ্রীপদ্মলোচন মুখার্জ্জি	শ্রীদেবীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী

১৭,০০০ টাকু ও ১৫০ খানা তাঁত লইয়া শীঘ্রই কাজ আরম্ভ করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

ম্যানেজিং এজেন্টস্ :—

চক্রবর্ত্তী মুখার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ

শ্রীচিত্ত চৌধুরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও লীলাময়ী পিকচার্স লিঃ এর পক্ষ হইতে ২১৪ নং ক্রস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও কুইন প্রেস, ৩৫ নং হ্যারিসন রোড হইতে শ্রীমাণিক লাল শীল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য—দুই আনা।